রচনা

লেখকঃ অমৃতা ব্যানার্জি
EMAIL: bamrita2002@gmail.com

অন্তরঙ্গ বন্যা মাসি

ভগবানের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এক গানের পরিবারে জন্ম দেবার জন্য। গান আমি কখন শিখেছি বা আদৌ শিখেছি কিনা এসব আমার মনে নেই। তবে যেদিন থেকে বড় হয়েছি, গান ভালবাসি। বাড়িতেও দেখেছি প্রায় সবাই যেকোন কিছু করতে করতে অথবা কিছু না করে এমনিই গুনগুন করে বা গলা ছেড়ে গান গাইছে। এ ছিল এক স্বাভাবিক ঘটনা।

রেজয়ানা চৌধুরি মানে আমার বন্যা মাসির সঙ্গে আলাপ ও এমনি স্বাভাবিক। প্রথমে ওঁর মেয়ের সাথেই আমার আলাপ ছিল। আমার বড়মাসি দিদা, মানে আমার মায়ের বড় মাসি ছিলেন প্রোথিতযশা শিল্পী শ্রীমতি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়িতে গেলেই বন্যা মাসিকে পেয়েছি আমার নিজের মত করেই।

বড় ডিনার টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া, আনন্দ, আলোচনা, কথাবার্তা সবই হত গানকে ঘিরে। কখন দেখেছি বড়মাসি দিদা নিজের সুন্দর ঘরটিতে বসে বন্যা মাসিকে গান শেখাচ্ছেন। ছোটবেলায় মনে হত, এ কিরে বাবা ! সারাদিন গান করে এই মানুষগুলি।

আমার নিজের মাসিও তখন সঙ্গীতভবনে ছিলেন। তিনি বলতেন বন্যা মাসির নিষ্ঠা দেখার মত। প্রতিদিন বিকেলে সঙ্গীতভবনের ক্লাস শেষ হবার পর সবাই প্রায় যখন আড্ডায় মেতে থাকত, বন্যামাসি তখন প্র্যাকটিস রুমে মগ্ন থাকতেন রেওয়াজে। তাঁর এই একনিষ্ঠতার জন্যই আমার মাসি

দিদাও তাঁকে এত ভালবাসতেন। দেখেছি, বন্যামাসির গান শেখার জন্য কোন সময় বা মুড-এর দরকার পড়ত না। অনেক সময় হয়ত দিদা কোন গান গুনগুন করে গাইছেন; আর বন্যামাসি সেইগান তখনই আত্মস্থ করে ফেললেন। আমার মা তাই বলতেন এত ভালবাসা – এত প্রেম না থাকলে কেউ এত দরদ দিয়ে গাইতে পারে?

শিল্পী হলেও বন্যামাসির সংসারী রূপটিও দেখার মত। সংসারের সব ব্যাপারেই তাঁর ওপর নির্ভর করা যায়। শেষসময়ে বড়মাসিদিদা যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছেন, অগণিত মানুষ তখন তাঁকে দেখতে আসছেন। ডাক্তারেরা বিভিন্ন সময়ে এসে মতামত দিয়ে যেতেন সেই সময়, বন্যা মাসি নীরবে সেইসব দিনের কথা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তাঁর এই বিশদ দৃষ্টির জন্যই আমার আরেক আত্মীয়র ঠিক সময়ে এক কঠিন রোগের চিকিৎসা শুরু হতে পেরেছিল।

তাই বলে যে বন্যামাসি শুধুই একটা সিরিয়াস মানুষ তা কিন্তু নয়। তাঁর অন্তরে কিন্তু আরো একটি রসিক মানুষ লুকিয়ে আছে। অনেক কথাই মনে পড়ছে – কিন্তু সবিশেষ ব্যক্তিগত বলে বিশদ এখানে দিলাম না। বাড়ীতে কোন অসুস্থতার কারণে উনি আমার বিয়ের সময় আসতে পারেননি কিন্তু খুব সুন্দর একটি উপহার পাঠিয়েছিলেন যা আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি আজও।

উনি আমেরিকা এলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয় – অনেক গল্প হয়। তাঁর গানের কথাতো সুবিদিত। সে আমি আর কী বলব। আমার মায়ের একটি কথা মনে পড়ে। মা বলেছিলেন কখনো গান তুলতে হলে বন্যামাসির গান শুনে তা থেকে পাঠ নিতে। মায়ের সেই কথা আমি আজও অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। প্রার্থনা করি তাঁর এই অসীম ধন যেন অক্ষুণ্ন থাকে – চিরনবীন যেন থাকে তাঁর গায়কী।